



বাংলা
ব্রিটিশ

ব্রিটিশ

‘তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই
ভালবাসবে’



সাধারণ কালের ৩০শ রবিবার

২৫শে অক্টোবর ২০২০ - ৮ই কার্তিক ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

খ্রীষ্টমণ্ডের ভূমিকা

প্রভু যীশুর শিষ্যদের এক নির্দিষ্ট পরিচয় আছে - তাদের পারস্পরিক ভালবাসা দেখেই অন্যরা বুঝতে পারবে যে, তারা যীশুরই শিষ্য। আসলে এই সুন্দর কথাগুলি আমাদের গর্বের বিষয় বা দাবী, তা নয়, বরং তা বলেছিলেন স্বয়ং যীশু। তাঁর অস্তির ভোজের শেষে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবার আদর্শ তুলে ধরার পরে, যীশু তাঁর শিষ্যদের একথা বলেছিলেন : ‘শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে সকলে তাতেই বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য!’ (যোহন ১৩:৩৪-৩৫)

আজকের উপাসনার সার কথা হল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক ভালবাসার ফলে প্রতিবেশীকেও প্রাণপণ ভালবাসার জন্যেই আমরা সকলেই আমন্ত্রিত। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা তো শুধুমাত্র প্রভু যীশুর দাবী ছিল তা নয়, সমগ্র বিধান ও প্রবক্তাদের বাণীও তো এই একটি আদেশের ওপর ভিত্তি করে ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসাই প্রমাণ করবে আমরা ঈশ্বরকে কতখানি ভালবাসি, কারণ প্রেরিতদূত যোহন তো আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, যাদের আমরা দেখতে পাই, তাদের যদি ভালবাসতে না পারি, তাহলে যাঁকে আমরা দেখতে পারি না, তাঁকে ভালবাসতে পারব না। তাই এই পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতেই যেন আমাদের খ্রীষ্টীয় পরিবার গাঁথা থাকে, তাহলে সেই ঘর কখনও ভেঙে পড়বে না, ঝড়ের মুখেও স্থির হয়ে থাকবে!

প্রথম পাঠের ভূমিকা :

প্রথম পাঠের অংশ মঙ্গলসমাচারে প্রভু যীশুর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে প্রস্তুত করে। আজকের পাঠ কিন্তু এক সুদীর্ঘ পাঠের অংশ, যাত্রাপুস্তক ১৯ থেকে ২৪ অধ্যায় পর্যন্ত, যেখানে আমরা শুনতে পাই স্বাধীন হওয়া ইস্রায়েলীয়দের সিনাই মরুপ্রান্তর দিয়ে যাত্রার কথা। এখানে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে তাঁর এক সন্ধি সম্পাদনের কথা ভাবছেন। মধ্যস্থতা করবেন স্বয়ং মোশী। ঈশ্বর নিজেকে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদনের উপলক্ষে ঈশ্বর তাঁর আপন জাতির মানুষদের সামনে যেসব শর্তগুলি তুলে রাখেন, তা তো এই অধ্যায়গুলিকে স্পষ্ট ভাবে তুলে রাখা হয়েছে। এই পাঠে কিন্তু আমরা শুনতে পাই যে, কি ধরনের সামাজিক রীতিনীতি প্রত্যেক ইস্রায়েলীয়কে পালন করে যেতে হবে। ইস্রায়েলীয়রা কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া শর্তগুলি মেনে নেয়। পরস্পরের প্রতি তাদের আচার আচরণের মূলে থাকবে ন্যায়-নীতি নয়, বরং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা। এই ভাবে তারা যেন দীনদুঃখী মানুষদের কাছে টেনে নেয়। মোশীর বিধান ইস্রায়েলীয়দের ভদ্র হতে ও সভ্য হতে সাহায্য করেছিল, আর এই ভাবে তারা দুর্বল মানুষদের সুযোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হয়। সেসব কথা প্রথম পাঠে শুনি।

প্রথম পাঠঃ যাত্রাপুস্তক ২২, ২০-২৬

প্রবাসী, বিধবা, অনাথ বা দরিদ্রের মতো অসহায় যারা, তাদের প্রতি দয়ালু উদার হওয়া উচিত।

সিনাই পর্বতে ভগবান ইস্রায়েল-জাতির মানুষের উদ্দেশে এই কথা বললেন : তুমি কোন প্রবাসীর

প্রতি কোন-রকম অন্যায় বা অত্যাচার করবে না, কেন না তোমরা নিজেরাই তো একসময়ে মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে। কোন বিধবা বা কোন অনাথের প্রতি কখনো দুর্ব্যবহার করবে না! তুমি যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহারই কর, তাহলে তারা কাতর কণ্ঠে যখন ডাকবে আমায়, তখন আমি কিন্তু তাদের ডাকে কান দেবই। তখন জ্বলে উঠবে আমার ক্রোধ; তখন তলোয়ারের আঘাতে আমি তোমাকে প্রাণে মারব। সেদিন তোমার স্ত্রী হবে বিধবা, তোমার সন্তানেরা হবে অনাথ। আমার এই আপন জাতির কোন মানুষকে, তোমার প্রতিবেশী কোন দরিদ্র মানুষকে, তুমি যদি কখনো টাকা ধার দাও, তাহলে তার সঙ্গে মহাজনের মতো ব্যবহার করবে না : সুদ আদায় করবে না! তেমনি তুমি যদি কখনো তোমার কোন প্রতিবেশীর চাদর নিজের কাছে বন্ধক রাখ, তাহলে সূর্যাস্তের আগেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে, কেন না ওই চাদরটি ছাড়া তার তো নিজেকে ঢাকার মতো আর কিছুই নেই; গা গরম রাখার মতো কোন পোশাক তো তার নেই। গায়ে আর কী জড়িয়েই বা সে রাতটা কাটাবে? তখন সে যদি আমায় কাতর কণ্ঠে ডাকে, আমি কিন্তু তার ডাকে কান দেবই—আমি যে দয়াময়!

সামসঙ্গীত

১৮. ১-৩, ৪৬, ৪৯-৫০

ধুয়ো : ওগো ভগবান, শক্তি আমার,
আমি ভালবাসি তোমায় !

ওগো ভগবান, শক্তি আমার, আমি ভালবাসি তোমায়!
ভগবান, তুমি আমার শৈলাশ্রয়,
দুর্গ আমার, মুক্তিদাতা আমার;
ওগো তুমি আমার ঈশ্বর, সেই শক্তিশৈল,
যার শরণ নিয়েছি আমি;
তুমি আমার রক্ষাফলক, ত্রাণশক্তি আমার,
গিরিদুর্গ আমার!

আহা, নিত্য-বন্দনীয় তিনি!
ভগবানকে ডাকলাম আমি;
শত্রু-কবল থেকে রক্ষা পেলাম!

জয় ভগবান! ধন্য ধন্য শৈলাশ্রয় আমার!

আমার ত্রাতা ঈশ্বর যিনি, আহা,
মহিমা তাঁর নিত্য ঘোষিত হোক!
ভগবান তাঁর এই রাজাকে মহাবিজয়ী করেন;
তাঁর অভিশক্তজন এই দাউদের প্রতি,
তাঁর দয়া অবিচল, আহা, চির অবিচল!

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা :

আমরা জানি যে, খেসালোনিকীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্র হল সাধু পলের লেখা প্রথম পত্র। প্রথম শতাব্দীর খেসালোনিকীয়রা বিজাতীয়দের মধ্যে এমন ভাবে উদ্দীপনার সঙ্গে বসবাস করছিল যে, অন্যরাও তাদের দিকে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এখানে সাধু পল খেসালোনিকীয়দের প্রশংসা করে বলছেন যে, তাদের পারস্পরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদর্শের কথা। তারা তো বিশ্বাসের সঙ্গে প্রভু যীশুর মঙ্গলবাণী গ্রহণ করেছিল, আর ফলে নির্যাতনের সম্মুখীন হতেও একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। তা তারা করেছিল আনন্দের সঙ্গে। পলের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া, যীশুর ওপর বিশ্বাসের প্রতি তাদের আগ্রহ, এবং তারা যে-ভাবে নিজেদের বিশ্বাসের জীবনে অগ্রসর হচ্ছিল, তা দেশে পল সতিই খুশি হন। সাধু পল যেমন, তেমনি খেসালোনিকীয়রাও বিশ্বাস করে যে, প্রভু যীশু শীঘ্রই তাদের কাছে ফিরে আসবেন। ইতিহাসের নায়ক যিনি, তিনি তাদের ইতিহাসের ইতি টানবেন, যখন তিনি মহা মহিমায় ফিরে আসবেন। আমরাও তো সেই আশার প্রতীক্ষায় আছি!

দ্বিতীয় পাঠ : ১ খেসালোনিকীয়দের ১.৫-১০

প্রিয়জনেরা, তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়ে তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমরা যে কী ভাবে দিন কাটিয়েছিলাম, সে কথা তোমাদের জানা আছে। আর তোমরাও তো তখন আমাদের ও স্বয়ং প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলে : অমন দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্যেও তোমরা তো পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দ অন্তরে নিয়েই ঐশ বাণী বরণ করে নিয়েছিলে।

ফলে আজ তোমরা মাসিডন ও আখাইয়ার সকল

খ্রীষ্টবিশ্বাসীর কাছে হয়ে উঠেছে আদর্শ মানুষ। কেন না তোমাদেরই ওখান থেকে প্রভুর বাণী ধ্বনিত হয়ে শুধু যে ছড়িয়ে পড়েছে মাসিডনে ও আখাইয়ায়, তা নয়; ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের যে কতখানি বিশ্বাস, সে কথা এখন চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে; তাই এই বিষয়ে আমাদের কিছু বলার কোন প্রয়োজন নেই।

লোকে নিজেরাই তো সকলকে এই কথা বলে যে, তোমাদের কাছে আমরা কী অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম আর কী ভাবে যত অলীক দেবতাকে ছেড়ে তোমরা তখন ঈশ্বরকে অন্তর থেকে বরণ কল্পরে নিয়েছিলে। তা করেছিলে, যাতে তোমরা জীবনময় ও সত্যময় ঈশ্বরেরই সেবা করতে পার এবং স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের আগমনের প্রতীক্ষায়ও থাকতে পার, অর্থাৎ, সেই যীশুরই প্রতীক্ষায়, যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, যিনি সেই ভাবী ঐশ্বর্য থেকে আমাদের রক্ষা করে চলেছেন।

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয় !

কেউ যদি ভালবাসে আমায়, তাহলে সে মেনে
চলবে আমার আদেশ;

তাই আমার পিতাও তাকে ভালবাসবেন এবং
আমরা তার কাছে এসে থাকব তখন!

জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

ভালবাসা হল সকল ধর্মের একটি মূল স্তম্ভ, যার ওপর ভিত্তি করেই সমস্ত রীতিনীতি নির্ধারণ করা হয়। তেমনি ভাবে ইহুদী ধর্মেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালবাসা তো বিধানের একটি শ্রেষ্ঠ আদেশ, কিন্তু যীশু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালবাসার সঙ্গে আরও একটি আদেশ যুক্ত করেন, যার ফলে পারস্পরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি। অন্য কথায়, যীশু আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে মোশীর বিধানের দু'টি পৃথক আদেশকে একসঙ্গে তুলে ধরে এই কথা বোঝাচ্ছেন, এই দু'টি আদেশ হল আসলে একই আদেশের দু'পিঠ, ফলে একটা ছাড়া অন্যটা থাকতে পারে না। দু'টো

একসঙ্গেই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে। সত্যি কথা হল, যীশু হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই দু'টি আদেশকে একসঙ্গে তুলে ধরেন এবং তাদের মধ্যে নিহিত সম্পর্কটি পরোক্ষ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাই পারস্পরিক ভালবাসা ছাড়া ঈশ্বর ভক্তি কিন্তু অর্থহীন, মূল্যহীন।

মঙ্গলসমাচার :

মথি ২২, ৩৪-৪০

যীশু সাদুকিদের নিরন্তর করে দিয়েছেন, এই কথা শুনে এবার ফরিসিরা দল বেঁধে এসে হাজির হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন—তিনি ছিলেন বিধানপণ্ডিত—তিনি তখন যীশুকে যাচাই করার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : “গুরু, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি?”

যীশু উত্তর দিলেন : “তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে।’ এটিই হল বিধানের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আদেশ। আর দ্বিতীয়টিও এরই মতো : ‘তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে!’ এই আদেশ দু’টির ওপর নির্ভর ক’রে আছে মোশীর সমগ্র বিধান আর প্রবক্তাদের সমস্ত বাণী।”

উপদেশের জন্যে টিকা :

মানব জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য হল তা ভালবাসা দিয়ে গড়া; অন্য কথায় বলতে গেলে, এই পৃথিবীতে যে শিশু পদার্পণ করে, তা তো তার পিতামাতার ভালবাসার প্রতীক, আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, দাদাদিদি, সহকারী-উপকারীর ভালবাসা পেয়ে এই জীবনকে সে উপভোগ করতে শুরু করে। এমন ভালবাসা থেকে যারা বঞ্চিত তাদের কাছে জীবনটাই অসহ্য হয়ে ওঠে, তার একাধিক উদাহরণ আমরা তুলে ধরতে পারি। এই কারণের জন্যেই পিতৃহীন ও মাতৃহীন শিশুদের মধ্যে ভালবাসার অভাবের জন্যে, নানা ধরনের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তবে একটুখানি ভালবাসা ও আদর-আপ্যায়ন পেয়ে, তাদের জীবন একেবারে পাল্টে যায়। তার জন্যেই ভালবাসাবিহীন জীবনকে

আমরা কল্পনা করতে পারি না বললেই চলে।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে আরিস্টিদেস নামক একজন অখ্রীষ্টান রোমীয় সম্রাট হাদরিয়ানকে লেখা একটি পত্রে তখনকার খ্রীষ্টানদের কথা শুনতে পাই। তিনি লিখেছিলেন, ‘খ্রীষ্টানরা একে অপরকে ভালবাসে। তারা কখনও বিধবাদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় না। যারা অনাথ শিশুদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের কাছ থেকে এমন শিশুদের রক্ষা করে। যদি কারও কাছে কিছু থাকত, তা অভাবীর হাতে অনায়াসে তুলে দেয়। যদি কোনও আগন্তুককে দেখে, তাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে এমন ভাবে আপ্যায়ন করে যে, সে তাদের আপন ভাই। তারা কিন্তু সাধারণ অর্থে একে অপরের ভাই হিসাবে মনে করে তা নয়, বরং আত্মায় যেন তারা ভাইবোন।’

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যীশু তাঁর অন্তিম ভোজের পরে যা বলেছিলেন, তোমাদের ব্যবহার দেখেই সবাই বুঝতে পারবে যে, তোমরা আমারই শিষ্য - তা সত্যি হয়ে উঠত। আদি মণ্ডলীর এমন ভাবটাকে ধরে রাখার দায়িত্ব আজ আমাদের কাঁধে ন্যস্ত রয়েছে। আমাদের হয়ে উঠতে হবে ভালবাসার মানুষ, তবে এমন ভালবাসার উৎস হওয়া উচিত আমাদের প্রতি ঈশ্বরের চিরন্তন ভালবাসা।

স্বয়ং ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তিতে, আপন সাদৃশ্যে গড়ে তুলেছিলেন এবং তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন আপন প্রাণবায়ু। এই ঈশ্বর কিন্তু প্রেমস্বরূপ। তিনি যে মানুষকে আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রধান কারণ হল, তিনি মানুষকে বিশেষ ভাবে ভালবেসেছিলেন। তার জন্যে তিনি অন্য সকল সৃষ্টির মতো নিজের মুখের বাণী দিয়ে নয়, বরং নিজের হাতে গড়ে তোলেন। তাকে সকল সৃষ্টির ওপর প্রভুত্ব করার সৌভাগ্য ও অধিকার প্রদান করেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন সেই একই ভালবাসা দিয়ে প্রতিবেশীকে ভালবাসে। তার জন্যে তাঁর সেবক মোশীকে দিয়ে তিনি ইস্রায়েল জাতির মানুষদের স্বাভাবিক জীবনের জন্যে নানা বিধিনির্দেশ তুলে ধরেন। সেগুলির সারাংশ আমরা পাই সিনাই পর্বতের ওপর মোশীর হাতে ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞা-দশকের মধ্যে। এই দশটি আজ্ঞার মধ্যে দু’টি প্রধান ভাগ - শুধুমাত্র দু’টি আজ্ঞা ঈশ্বরকে

কেন্দ্র করে থাকে, আর বাকি আটটি প্রতিবেশীকে নিয়ে। এই ভাবে ঈশ্বর চান, আপন জাতির মানুষ যেন একে অপরের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বসবাস করে, কোনও অপরাধের ফলে ভাইমানুষদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক যেন বিকল না হয়।

এই পরিপেক্ষিতে আমাদের প্রথম পাঠটি শুনতে হয়, কারণ ভাইমানুষদের প্রতি আমাদের অন্যায় করা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি করা অন্যায়ের সমতুল্য, যার জন্যে ঈশ্বর কাউকে রেহাই দেবেন না। তিনি তাঁর প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি পুণ্যার্থিত বা স্তুতির নৈবেদ্য চান না, বরং চান মানুষ যেন ন্যায়-নীতি পালন করে চলে, দুর্বল মানুষের প্রতি কোনও অন্যায় কাজ না করে বসে। ক্ষমার্তের মুখে তারা যেন তুলে দেয় সুখের অন্য, বিবস্ত্রকে কাপড় পরিয়ে দেয়, গৃহহীনকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। তাহলেই তাদের আলো সূর্যের মতো জ্বলে উঠবে। তখন তিনি তাদের প্রার্থনায় সাড়াও দেবেন।

মঙ্গলসমাচার পাঠে আমরা দেখতে পাই একজন ফরিসি যীশুকে এক জটিল প্রশ্ন করে বসেন। ফরিসিরা ছিলেন মোশীর বিধানে বিশেষ দক্ষতা লাভ করা মানুষ, যাঁদের দায়িত্ব ছিল সাধারণ ইহুদীরা বিধান ঠিক মতো পালন করছে কি না, তার ওপর লক্ষ্য রাখা। তাই বলতে গেলে, তারা সবাই মোশীর বিধান ভাল করেই জানতেন ও বুঝতেন, যদিও অধিকাংশ সময় তাঁরা বিধানের বিভিন্ন আদেশের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, যেমন বিশ্রামবার পালন বিধি নিয়ে তাঁরা সর্বদা যীশুর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে যান।

তবে আজকের প্রশ্ন কিন্তু যীশুকে যাচাই করার জন্যে এবং তাঁকে কোনও এক মারাত্মক ভুল করার সময় হাতেনাতে ধরার একটি ফাঁদ। যীশুর কাছে এই ফরিসির প্রশ্ন হল, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি। বিধান ভাল করা জানা ফরিসিদের মধ্যেই এই প্রশ্ন নিয়ে নানা মত, তার একটি কারণ ছিল। যীশুর সময় ফরিসিদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মোশীর বিধানের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন, এবং সেগুলিকে দু’ভাগে ভাগ করেন - করণীয় এবং নিষিদ্ধ। যীশুর সময় এমন ৬১৩ বিধানের নির্দেশকে তাঁরা লিপিবদ্ধ রাখেন, আর

এবার ফরিসির প্রশ্ন হল এসব বিধানকে কি ভাবে এক কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে, বা এগুলির মধ্যে কোন আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। ফরিসিদের কাছে এই ৬১৩ আদেশের মধ্যে ছিল ২৪৮ ইতিবাচক (করণীয়) আদেশ এবং ৩৬৪ নেতিবাচক (নিষিদ্ধ) আদেশ। তবে যীশুর উত্তর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ হল প্রতিবেশীকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই ভালবাসা, এবং ঈশ্বরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীকে ভালবাসা। অন্য কথায় বলতে গেলে, ঈশ্বরকে আমাদের ভালবাসতে হবে, এবং তা প্রকাশ করতে হবে প্রতিবেশীকে ভালবাসার মাধ্যমে, কারণ ঈশ্বর তো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। কয়েকজন বাইবেল ভাষ্যকার মনে করেন যে, ফরিসিরা আসলে যীশুর কাছে এই প্রশ্ন করে, যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন, কারণ ৬১৩ বিধানের আদেশের প্রত্যেকটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ, তাই কোনও একটি নির্দিষ্ট আদেশকে উল্লেখ করে বলা যায় না, এটাই বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। এই ক্ষেত্রে তাঁরা যীশুকে ভুল করতে দেখে, অভিযুক্ত করতে পারবেন।

ফরিসির প্রশ্নের উত্তরে যীশু কিন্তু সরাসরি উত্তর দেন, তা তিনি বিধান থেকেই উল্লেখ করেন, তাঁর উত্তরের সরলতা ও বিধানের প্রসঙ্গে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। যীশুর উত্তর কিন্তু কোনও ভাবে যুগান্তকারী তা নয়, বরং তিনি প্রচলিত বাণীই তাঁদের সামনে তুলে ধরেন। যীশু তাঁর উত্তরে বিধানের দু'টি পৃথক আদেশকে একসঙ্গে জুড়ে দেন - ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শন (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫) এবং প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা, নিজের মতো প্রতিবেশীকে ভালবাসা (লেবীয় গ্রন্থ ১৯:১৮)। যীশুর উত্তরের প্রথমার্ধ প্রত্যেক ইহুদীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় উক্তি, যাকে বলা হয় 'শ্যামা ইস্রায়েল' (শোন ইস্রায়েল)। এই উক্তি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক ইহুদী পুরুষকে এই বাণী মাদুলিতে দিয়ে প্রার্থনার সময় কপালে পরানো হয়। তা ছাড়া দিনে তিনবার এই বাণী উচ্চারণ করতে হয়। দ্বিতীয় বাণী লেবীয় গ্রন্থ থেকে নেওয়া বাণীতে বলা হয়েছে যে, আমরা যেন প্রতিবেশীকে নিজের

মতো ভালবাসি। এই দু'টি আদেশ একসঙ্গে তুলে ধরার পর যীশু বলেন, এই দু'টি আদেশের মধ্যে নিহিত সমস্ত বিধানের আদেশ ও প্রবক্তাদের বাণী।

যীশুর এই উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটা? আসলে যীশুকে দু'টি পৃথক বিধানের আদেশকে যে একসঙ্গে তুলে ধরেছেন, তাতে নতুন কিছু নয়, তবে যা যুগান্তকারী তা হল, এই দু'টি আদেশকে যীশু সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলছেন না এই দু'টির মধ্যে কোনও প্রথম আর কোনটা দ্বিতীয় স্তরের। না, যীশুর চোখে দু'টি বিধানেরই সমান মূল্যের, গুরুত্বের। এমন কথা কিন্তু কেউ বলার সাহস করল না, শুধু যীশু তা পারেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, এই দু'টি আদেশের মধ্যে একটাও বাদ দিয়ে আমরা পরিব্রাজ্যের পথ খুঁজে পেতে পারব না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে গিয়ে মানুষকে যদি ঘৃণা করি, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা কিন্তু মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তেমনি ভাবে মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসতে ভুলে গেলে, তবুও তার মধ্যে কিছু ঘাটতি থেকে যায়। আবার আমরা এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি: মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকেই ভালবাসি, আর ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা মানুষকে সমান ভাবে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করবে।

কাথলিক ধর্মশিক্ষা (নং ২০৮৩, ২১৯৬) এই বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ নিয়ে আলোকপাত করে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার অর্থ হল সবকিছুতে ঈশ্বরকেই প্রথম স্থান দেওয়া, তাঁর প্রতি সম্মান জানানো, তাঁর দিনটিকে (বিশ্রামবারকে) পবিত্র বলে গণ্য করা। তার মানে আমরা যেন নিজেদের সমস্ত মনপ্রাণ তাঁর কাছে উজাড় করে দেওয়া। প্রতিবেশীকে ভালবাসার অর্থ হল ভাইবোনদের সম্মান করা, তাদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলে, বজায় রাখা। অবশ্য প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের এমন ব্যবহার পরিবার থেকে শুরু করা উচিত। পিতামাতা ও ভাইবোনদের দিয়ে শুরু করে, তা ধীরে ধীরে সকল মানুষকে তার আওতায় নিয়ে আসে। তাই আজকের উপাসনা আমাদের আহ্বান করে, প্রথমত, আমরা যেন সবকিছুর ওপরে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাঁরই প্রধান্য দিই আমাদের

জীবনে। তিনি যেন আমাদের জীবনে শীর্ষস্থান পান। দ্বিতীয়ত, আমরা যেন প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো ভালবাসি। আমাদের আচার-আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তার মাধ্যমে একথা প্রকাশ করি যে, আমরা তাদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, তাদের ভালবাসি।

আদি মণ্ডলীর একটি কাহিনী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যেখানে আমরা দেখতে পাই যীশুর অন্যতম প্রেরিতদূত যোহন যীশুর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরছিলেন। বলা হচ্ছে যে, যীশুর বারোজন প্রেরিতদূতের মধ্যে শুধুমাত্র যোহন বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। তবে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যোহন খুবই দুর্বল ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি শক্তি ও ক্ষীণ হয়ে আসত, তাঁর মন তো বটেই। এক সময় তাঁর মনের এমন পরিস্থিতি, তিনি শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন, আর সেটাই তিনি বারবার বলতে থাকেন। অবশ্য আদি মণ্ডলীতে সকলে যোহনের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করত, কারণ তিনি ছিলেন যীশুর বারোজনদের মধ্যে শেষতম, তাই তাঁকে আঁকড়ে ধরে ছিল তারা সবাই, আর এই ভাবে তাঁকে ঘিরেই এফেসাস মণ্ডলী প্রার্থনায় সমবেত হত। তারা সবাই যোহনের সেই কয়েকটি কথা হাজার বার শুনেছিল, তবুও প্রত্যেকবার তিনি সেই পাঁচটি শব্দ উচ্চারণ করতেন, তখন তারা নিজেদের আবেগটাকে ধরে রাখতে পারত না। নিম্নকৃত পরিবেশটার মধ্যে শোনা যেত যোহনের সেই বহু পরিচিত পাঁচটি শব্দ, 'স্নেহের সন্তানেরা, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস!' এই কথাটি ছিল যোহনের শুধুমাত্র উপদেশ নয়, বরং তাঁর মঙ্গলসমাচারও। আজ প্রভু যীশু সেই একই কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা পারস্পরিক ভালবাসার মাধ্যমে প্রকাশ করি।

সার্বজনীন প্রার্থনা :

যাজক : ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসেই তাকে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন আর সময় পূর্ণ হলে মানুষের পরিত্রাণের জন্যে আপন পুত্রকে উজাড় করে দেন, যাতে আমরাও তাঁরই মতো আমাদের ভাইবোনদের নিঃশর্ত ভাবে ভালবাসতে পারি। তাই আসুন আমাদের মঙ্গলময় পিতার কাছে আমাদের

সকল প্রার্থনা ও আবেদন তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, **হে দয়াময়, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর!**

- ১। কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, যাতে পরম পিতার ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে সকল মানুষকে নিজেদের মতো ভালবেসে আপন করে নিতে সকলে যেন সচেষ্ট হয় আর এই ভাবে বিধানের আদেশ পূর্ণ করি। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
- ২। পরম করুণাময় পিতা যেন আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল ---, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কাটিকিস্টদের ঈশ্বরের ভালবাসার দূত করে তোলেন, যাতে তাঁদের পারস্পরিক ভালবাসার ফলে সকলে যেন ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
- ৩। আমরা সবাই যেন ভাইবোনদের ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রমাণ দিতে পারি এই ভাবে আমাদের সারা জীবন ঈশ্বরের প্রতি প্রথম স্থান দিয়ে, ভাইমানুষদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের পথে অগ্রসর হতে পারি। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
- ৪। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্যে ও নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পিতা যেন সকল দেশের নেতাদের সুবুদ্ধি দান করেন, যাতে তারা মানুষের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হন এবং দীনদুঃখী মানুষের দুঃখ মোচরন করতে সচেষ্ট হন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।
- ৫। অভাবগ্রস্ত, অভাবী, নিঃসঙ্গ, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, করুণাময় পিতা যেন তাদের দুঃখ ও কষ্টের দিনে তাদের পাশে থাকেন, এবং তাদের চোখের জল মুছে দিয়ে অফুরান আনন্দ প্রদান করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

যাজক : হে প্রেমময় পিতা, তুমি আমাদের ভালবেসে তোমার একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্যে দান করেছিলেন, যাতে তাঁরই মতো আমরাও ভাইমানুষদের আপন করে নিতে পারি, তাদের ভালবেসে তোমাকেই প্রাণপণ ভালবাসতে পারি আর তোমার অমেয় আশীর্বাদ লাভ করি। তাঁরই পুণ্য নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।